Question:রূপক - নাটক হিসেবে ‘ডাকঘর’ নাটকের সার্থকতা পর্যালোচনা করো ।

মান 10

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক / প্রতীক নাটকগুলি যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী একথা অনস্বীকার্য । বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের নাটক আগে রচিত হয়নি বললেই চলে । ‘ডাকঘর’ নাটকটি রবীন্দ্রনাথের অরূপ সাধনার যুগের রচনা ।

নাট্যসমালোচকেরা ‘ডাকঘর’ নাটকটিকে রূপক সাংকেতিক নাটক বা রূপক-সংকেতমিশ্র নাটকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন । রূপকের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল ‘Allegory’ . এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল এক বোঝাতে অন্য বলা । ‘Allegorical Drama’ বা রূপক নাটক বলতে বোঝায় বিশেষ ধরনের একরূপ রচনা যাতে কাহিনি, ঘটনা , চরিত্র প্রভৃতি উপায় বা উপলক্ষ মাত্র এবং লক্ষ্য হচ্ছে কোন ভাব বা তত্ত্ব । আপাত কাহিনিটির সমান্তরালে অন্তর্নিহিত ভাবার্থটিকে ব্যক্ত করা হয় এখানে । Symbol – এর বাংলা প্রতিশব্দ হল সংকেত । কিন্তু Symbolical Drama – এর বাংলা প্রতিশব্দ হওয়া উচিৎ প্রতীক নাটক । কারন সংকেত ও প্রতীক সমার্থক নয় । দুয়ের মধ্যে ভেদরেখা টানা খুব কঠিন । এককথায় পণ্ডশ্রম মাত্র । প্রসিদ্ধ সমালোচক Comte প্রতীকের বৈশিস্ট্য নিরুপণ করতে গিয়ে বলেছেন,-

“Symbol means every conventional representation of the idea by the forms of the unseen by the visible.”

রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে – “কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে ।”

অথবা

“আমি চঞ্চল হে , আমি সুদূরের পিয়াসী ।”

-“ডাকঘর” নাটকে এই সুদূরের সংকেত , অজানার ইঙ্গিত সকরুণ গীতিমাধুর্যে আত্মপ্রকাশ করেছে । অমল, সুধা, ঠাকুরদাদা, ডাকহরকরা, অদৃশ্য রাজাকে কেন্দ্র করে এমন সুন্দর করুন একটি রহস্য ঘনীভূত হয়েছে এবং এমন সুকৌশলে শেষপর্যন্ত সেই রহস্যটিকে ধরে রাখা হয়েছে যার তুলনা অন্য সাংকেতিক রহস্যময় নাটকগুলিতে নেই ।

ডাকঘর নাটকের চরিত্রগুলি অধিকাংশই রূপক বা সাংকেতিক । নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ‘অমল’ ; যার অর্থ অমলিন । রুগ্ন বালক অমল অভিজ্ঞ বিষয়ী মাধব দত্তের পোষ্যপুত্র ; সম্পর্কে তিনি অমলের পিসামশায় । অসীম মমতা বশত মাধব দত্ত রুগ্ন, অসুস্থ অমলকে ঘরের বাইরে যেতে বারণ করে দেন কারন কবিরাজের মতে –

“ শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ঐ বালকের পক্ষে বিসবৎ -”

অমলের যে অসুখ, তাও প্রকৃত বাস্তব ব্যাধি নয় আত্মার বন্ধনপীড়নের ব্যাধি । শাসনের চাপে ক্লান্ত পীড়িত আত্মার ক্রন্দন ও তার মুক্তির ইঙ্গিত নাটকে তুলে ধরা হয়েছে । লৌকিক কবিরাজের চিকিৎসাশাস্ত্র জ্ঞান আমাদের জানিয়ে দেয় যে অমল মৃত্যুপথেই চলছে । তাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন , -

“ ডাকঘরের অমল মরছে বলে সন্দেহ যারা করে তারা অবিশ্বাসী – রাজবৈদ্যের হাতে কেউ মরে না , কবিরাজটা ওকে মারতে বসেছিল বটে ।”

-তাই রাজকবিরাজ এসে অমলের ঘরের সব দরজা জানালাগুলি খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থবোধ করে । তার ব্যাথা-বেদনার অবসান ঘটে এবং অমল ঘুমিয়ে পড়ে । তাই রাজকবিরাজের মুখে শোনা যায় –

“এলো , এলো , ওর ঘুম এলো । ...আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক , ওর ঘুম এসেছে। ”

প্রসঙ্গত অমলের এই ঘুমিয়ে পরার সাথে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের অনুসঙ্গ আমাদের মনে পরে –

“এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়
   আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে ।।”

এই নাটকের নায়ক অমল চরিত্রের বৈশিস্ট মোটামুটি দু’ভাগে ভাগ করা যাতে পারে । প্রথম স্তরে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আগ্রহ তার চরিত্রে লক্ষ্য করা যায় আর দ্বিতীয় স্তরে রাজার বা অরূপের জন্য উদ্বেগ । দ্বিতীয়টি যে প্রথমটির পরিণাম তা কবি সুস্পস্টভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন । কবি লিখেছেন –

“ Amal represents the man whose soul has received the call of the open road...”

অমলের বিভিন্ন উক্তির মধ্য দিয়ে এই কথাটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সে পণ্ডিত হতে চায় না । সে বলেছে ,-

“ আমি যা আছে সব দেখব – কেবলই দেখে বেড়াব।”

“ আমার ভারি ইচ্ছে করছে ঐ সময়ের সঙ্গে চলে যাই – যে দেশের কথা কেউ জানে না সেই অনেক দূরে ।”

অমলের নানা উক্তির মধ্যে সেই অচীনপুরের ইশারা রয়েছে। যারা বিষয়ী, সংসারী তথা মাধব দত্ত বা পঞ্চানন মোড়ল – এর মত লোকেরা সুদূরের আহ্বান, আজানার ইঙ্গিত শুনতে পায় না, দেখতেও পায় না । তাই রাজার কাছ থেকে চিঠি

আসবে শুনে মাধব দত্ত আতঙ্কিত হয় । তার দৃষ্টি সংকীর্ন ও সীমিত । অমল যে লোক-কল্পনাতীতের ডাকঘর থেকে চিঠি পেতে পারে একথা বিশ্বাস করতে না পেরে মোড়ল তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে বলে –

“ রাজা তোমাকে চিঠি লিখবে ! তা লিখবে বৈকি ! তুমি যে তার পরম বন্ধু ! ...”

নাটকের গূঢ় তত্ত্বের ভাষ্যকার হলেন ঠাকুরদাদা । তার দৃস্টি স্বচ্ছ । তিনিও অনুভব করতে পারেন সুদূরের আহ্বান । ঠাকুরদাদার কল্পনাশক্তিও অমলের কাছে হার মেনেছে ,-

“অমন নবীন চোখ তো আমার নেই তবু তোমার দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখতে পাচ্ছি ।”

অমলের সঙ্গে আরো তিনটি চরিত্রের যোগবেশ নিবিড় । দইওয়ালা , প্রহরী ও সুধা । দইওয়ালার দই বেচার সুর ও নানা জায়গায় তার ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা অমলকে মুগ্ধ করে । প্রথমে বিরক্ত হলেও পরে অমলকে না ভালবেসে পারে না দইওয়ালা । দই বেচারও যে কত সুখ সে অমলের সঙ্গে আলাপে বুঝতে পারে,-

“ ... আমার কোন লোকসান হয় নি । দই বেচতে যে কত সুখ সে তোমার কাছে শিখে নিলুম ।”

Dakghar - Symbolic Image

অন্যদিকে প্রহরী যেন এখানে সময় তথা কালের প্রতীক হয়ে উঠেছে ; “ঘন্টা এই কথা সবাইকে বলে , সময় বসে নেই , সময় কেবলই চলে যাচ্ছে ।” সময় কোথায় যায় ? অমলের শিশুসুলভ প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় – “ সে দেশে সবাইকে যেতে হবে ।” প্রহরী এখানে কালের যাত্রার ব্যাখ্যায় মৃত্যুর দেশের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে জানায় “ সময় হলে তবে ঘন্টা বাজিয়ে দিই।”

রাজার ডাকহরকরাদের নামটিও লক্ষ্য করার মতো । একজনের নাম বাদল ও আরেকজনের নাম শরৎ । এই নামদুটি যেন ঋতুর প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে । প্রকৃতিও এই নাটকে বিশিস্ট স্থান পেয়েছে ।

বস্তুত 'ডাকঘর' নাটকে মানবচিত্তের যেটুকু পার্থিব রস ও রহস্য তা সুধাকে কেন্দ্র করেই । “ অমল যে শুধু প্রতীক হইয়া ওঠে নাই তাহা সুধার জন্যই ।” নাটকের শেষে দেখা যায় সুধা অমলের জন্য ফুল এনেছে কিন্তু তখন অমল ঘুমের অতলে ডুব দিয়েছে । তাই সে রাজকবিরাজকে বলেছে – “ বোলো যে সুধা তোমাকে ভোলে নি ।” এই কথাটিতে যেন মানব রসের সঞ্চার করেছে । সুধার হাতের ফুল মূলত প্রেমের প্রতীক । শেষ মুহুর্তে মানবীয় প্রেমের করুন সজল স্পর্শ দ্বারা কবি তার শিল্পসৃস্টির Tragic মাধুর্য দান করেছে ।

উপসংহার – অমল এখানে হয়ে উঠেছে মানবাত্মার প্রতীক । আত্মা চায় মুক্তি । সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে রাজা বা অরূপের সাথে মেলার জন্য । এখানে ঘুম হয়ে উঠেছে মৃত্যু তথা মুক্তির প্রতীক । এই মৃত্যু জীবনের শেষ নয় , তা নবজীবন লাভের মাধ্যম মাত্র । মৃত্যু পূর্নতায় পৌছানোর সোপান । মৃত্যুর মধ্যেই মানুষের বন্ধনমুক্তি ঘটে । সুতরাং ঘুম এখানে প্রতীক নিদ্রা হয়ে উঠেছে । পাশাপাশি দেখা যায় যে নাটকের নামকরণেও একটি রূপকের ব্যবহার রয়েছে । এখানে ‘ডাকঘর’ হল বিপুল বিচিত্র পৃথিবী তথা বিশ্বপ্রকৃতি । চিঠি যেন সৌন্দর্য্য ও আনন্দ রূপের প্রতীক হয়ে উঠেছে । সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমস্ত নাটকেই রূপক – সংকেতের মাধ্যমে তিনি মূলত রুদ্ধ ও বদ্ধ জীবন থেকে আনন্দ – সৌন্দর্য্য – মুক্তির বানী পৌছে দিতে চেয়েছেন অমলের মাধ্যমে । রূপকের স্পর্শে নাটকটি যথার্থই রূপক নাটক হয়ে উঠেছে ।